মস্কো থেকে ব্যাঙ্কক: কারপভের অন্ধ ভক্ত মিত্রাভর চোখে এশীয়-সেরা হওয়ার স্বপ্ন

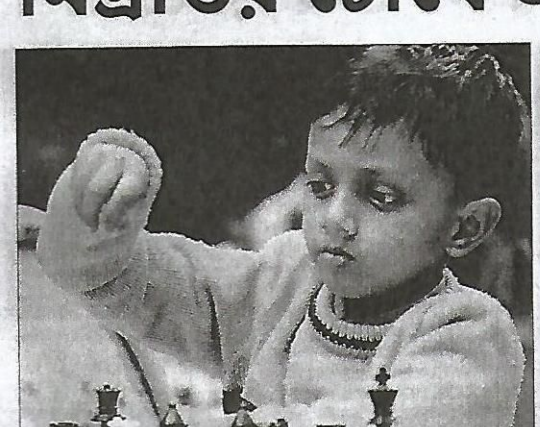

অ্যালবাম: ২০০১ সালে বোর্ডে চাল দিতে ব্যস্ত খুদে মিত্রাভ। ■ ফাইল চিত্র

প্রত্যয়ী: প্রেরণা কারপভের মতোই পজিশনাল গেম খেলতে পছন্দ করে বাংলার নয়া প্রতভা মিত্রাভ। ■ ফাইল চিত্র

সন্দীপ দাশগুপ্ত

প্রশ্ন যেমনই হোক। উত্তরদাতা জবাব দিচ্ছে শুধুই 'হ্যাঁ' অথবা 'না'।

উত্তরদাতার নামটাও জানানো দরকার। সাউথ পয়েন্টের এগারো ক্লাসের ছাত্র মিত্রাভ গুহ দাবায় অবিশ্বাস্য প্রতিভার বিস্ফুরণ ঘটিয়ে যার আবির্ভাব। কিন্তু উত্থানের লেখচিত্র অপ্রত্যাশিত মসৃণ।

এত কম কথা বলে মিত্রাভ?

এমন প্রশ্নে হেসে গড়াগড়ি খাওয়ার অবস্থা বাংলার প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়ার, "চিরকালই ছেলেটা এরকম। মুখচোরা, লাজুক। অথচ দাবায় অসম্ভব জ্ঞান। মাঝে মাঝে মনে হয়, এতটা নিজেকে গুটিয়ে রাখে বলেই ওর খেলায় ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতাটাও কম।"

রবিবার সকালে বেহালা সখের বাজারে মামাবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল মিত্রাভ। সবে এগারো ক্লাসের অ্যানুয়াল শেষ হয়েছে। এবার দাবা নিয়ে বসার জন্যে তৈরি হচ্ছে। তা, সেখানে ওকে যে প্রশ্নই করা হচ্ছে তার উত্তর সেই 'হ্যাঁ' অথবা 'না'-ই।

ভুল বলা হল।

একটা প্রশ্ন বাদে। মিত্রাভ, তোমরা সামনে সবথেকে বড় লক্ষ্য কী? এবার কিন্তু বেশ সপ্রতিভ জবাব, "ব্যাঙ্ককে খেলে এশীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়া।"

এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখ থেকে টানা দশদিন ব্যাঙ্ককে অনূর্ধ্ব আঠেরো এশীয় দাবা। ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়া মিত্রাভ সেখানে খেলবে। পাখির চোখ চ্যাম্পিয়ন হওয়াটাই। কিন্তু অতনু লাহিড়ী ভাবছেন আরও খানিক এগিয়ে।

> **"ও তো টুর্নামেন্টে ট্রফি জিতেও হাসে না। সে না হাসুক, এই ছেলে অনেক দূর যাবে। একটু দেরি হচ্ছে এই যা।—দিব্যেন্দু বড়ুয়া**

অতনুই এখন মিত্রাভর ব্যক্তিগত কোচ। তাঁর পরিষ্কার দাবি, "বছর দু'য়েক হল আমি ওর সঙ্গে কাজ করছি। কাজ শুরুর সময়ই লক্ষ্য করলাম, অসম্ভব প্রতিভাবান হলেও ওর মধ্যে একটা মানসিক জড়তা রয়েছে। বুঝলাম সেটা থেকে ওকে বের করে আনাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। আর সেটা পারলেই ওর খেলা ছন্দ পেয়ে যাবে। এবং এখন মনে হচ্ছে সেই কাজটা অনেকটাই এগিয়েছে। এগিয়েছে বলেই গত ফেব্রুয়ারি মাসে মস্কো থেকে নিজের প্রথম আইএম নর্মটা নিয়ে এসেছে। জানবেন, এটা সবে শুরু। আমি নিশ্চিত সব ঠিকঠাক চললে আগামী দু'বছরের মধ্যেই মিত্রাভ গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে যাবে।"

কিন্তু সেই কবেই তো, একাধিক জাতীয় এজ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন মিত্রাভ। অথচ প্রথম ইন্টারন্যাশনাল নর্ম পেতে এতটা সময় গেল। এটার কারণ কী শুধুই মানসিক কারণে দাবার বোর্ডেও খানিক গুটিয়ে থাকার প্রবণতা?

মানছেন না মিত্রাভর সরকারি চাকুরে বাবা রাজ। তাঁর বক্তব্য, "মনে হয় না এটাই একমাত্র কারণ। সমস্যাটা অন্য জায়গায়। স্পনসররের অভাবে বিদেশে ভাল টুর্নামেন্টে ও খেলতেই পারেনি। ভাল রেটিংয়ের প্লেয়ারদের মুখোমুখি না হলে নর্মটা আসবে কোথা থেকে? আমাদেরও সামর্থে কুলোয়নি। নর্ম না থাকলে বড় টুর্নামেন্টে খেলতে প্রচুর এন্ট্রি ফি দিতে হয়। সঙ্গে যাতায়াত, থাকা-খাওয়া ইত্যাদি তো আছেই। সেসব কোথায় পাব? সুযোগ পায়নি বলেই এত দেরি হয়ে গেল। পাশাপাশি দেখুন, জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেই সরকারি খরচে মস্কোয় খেলতে পারল। গিয়েই নর্ম নিয়ে ফিরল।"

আরও অনেক কথাই বললেন রাজ। বিশেষ করে ওঁর স্কুলের কথা। কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে সেখানে পড়তে মিত্রাভর কোনও টাকা লাগে না। দাবার জন্য প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস করতে পারবে না, তাই বিজ্ঞান না পড়ে বাণিজ্য নিয়ে পড়ছে। টুর্নামেন্ট থাকলে বাইরে খেললেও স্কুল কিছু বলে না। দাবা প্র্যাক্টিসের বাইরে নেশা সিঙ্গেসাইজার বাজানো। এবং অনলাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্লিৎজ দাবা খেলা। সঙ্গে জানালেন, দিব্যেন্দু বড়ুয়া দাবা অ্যাকাডেমিতে ওর শুরুর দিনগুলোর কথাও।

শহরে আলেখিন চেজ ক্লাবের মতো ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠান থাকতে কেন ছেলেকে দিব্যেন্দুর অ্যাকাডেমিতে দিলেন? হেসে ফেললেন রাজ, "না না, সেরকম কোনও ব্যাপারই নেই। আসলে স্কুল জীবনে আমিও একটু-আধটু দাবা খেলতাম। তো মিত্রাভর আগ্রহ দেখে আমাদের ছেলেবেলার আইকন দিব্যেন্দু বড়ুয়ার কথাই প্রথমে মনে পড়ল। তাই ওখানেই গেলাম।"

মজাটা হচ্ছে, দিব্যেন্দুদের অ্যাকাডেমিতে এক সময় ছ'বছরের কম বয়সিদের নেওয়া হতো না। মিত্রাভর বয়স তখন সবে চার। "তো কিছুতেই ওরা নেবে না ছেলেকে। অনেক অনুরোধের পরে একবার ওর খেলা দেখতে রাজি হল। এবং খেলা এত ভাল লেগে গেল যে আর 'না' করেননি," বলছিলেন রাজ।

শুরুর দিকটায় মিত্রাভকে হাতে ধরে অনেকটা তৈরি করেন সহেলি ধর বড়ুয়াও। এখন অবশ্য মূলত অতনুর কাছে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আরও অ্যাটাকিং খেলো না কেন জানতে চাওয়া হলে আনাতোলি কারপভের অন্ধ ভক্ত মিত্রাভর সংক্ষিপ্ত জবাব, "আমার যে কারপভের মতো পজিশনাল গেম ভাল লাগে।"

মনে হচ্ছিল, মিত্রাভ সাততাড়ি ফোনটা ছাড়তে পারলেই বেঁচে যায়। যা শুনে আর একপ্রস্ত হাসি দিব্যেন্দুর, "ও তো এরকমই। টুর্নামেন্টে ট্রফি জিতেও হাসে না। সে না হাসুক, দেখবেন এই ছেলে অনেকদূর যাবে। একটু দেরি হচ্ছে এই যা।"

হোক দেরি। বেশি কথা নাই বা বলল। দাবার বোর্ডে মোক্ষম সব চাল দিয়ে অনেক কথা বললেই তো ভাল। চৌষট্টি খোপের আয়তক্ষেত্রই যে ওর কথা বলার জায়গা।